তারাদের কথা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৪ মে ২০২১ এগারো

ভোটের টালিগঞ্জ

মমতাকে কুর্নিশ অপর্ণার

বড় আশা নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। টলি-টেলি জগতের একঝাঁক 'তারা'। কিন্তু ভোটে জনতার রায়ে আজ সেই 'তারা' কেউ 'জ্বলে' উঠেছেন, কেউ আবার পুরোপুরি 'খসে' পড়েছেন।

কেই বলে 'জনতা জনার্দন'। যাঁদের মন বোঝা সত্যিই বড় দায়। নয়তো পর্দায় তাঁদের প্রিয় তারকাকে একটি বারের জন্য কাছ থেকে ছুঁয়ে দেখার জন্য কিনা করেছেন তাঁরা! সাইকেল-স্কুটি থামিয়ে ছুট্টে এসে, হাসিমুখে 'তারা'-র সঙ্গে তুলেছেন পটাপট সেলফি। কেউ ঘরের কাজ ফেলে, কাছে এসে বাড়িয়ে দিয়েছেন খাতা-কলম। প্রিয় নায়ক-নায়িকার একটা অটোগ্রাফ পাওয়ার বাসনায়। ভক্তদের, থুড়ি ভোটারদের এমন উদ্দীপনা দেখে কম আপ্লুত হননি রুপোলি পর্দার তারকারা। যাঁরা 'পর্দার মুখ' হয়ে এবার ব্রতী হতে চেয়েছিলেন, 'মানব সেবার' কাজে। চেয়েছিলেন জয়ী বিধায়ক হিসেবে মানুষের জন্য কিছু 'কাজ' করতে। সেই আশাতেই টলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রী রুদ্রনীল ঘোষ-তনুশ্রী চক্রবর্তী-যশ দাশগুপ্ত-শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়-পায়েল সরকার-পার্নো মিত্র-পাপিয়া অধিকারী-হিরণ চট্টোপাধ্যায়-অঞ্জনা বসুর মতো জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সদলে যোগ দিয়েছিলেন এবার পদ্ম শিবিরে। ভেবেছিলেন মোদি ঝড়ে অনায়াসে পার করে ফেলতে পারবেন বৈতরণি। কারণ, একদিকে প্রচার-সভার দারুণ জমকে, তাঁদের দেখতে নেমেছিল মানুষের ঢল। অন্যদিকে তাঁদের হয়ে প্রচারে দারুণ চমক জাগিয়ে তুলেছিলেন 'জাত গোখরো', সুপারস্টার মিঠুন চক্রবর্তী। প্রচারে তাঁদের ঘিরে মানুষের উদ্দীপনা, মিঠুনের রোড শো ঘিরে জনতার উন্মাদনা দেখে গেরুয়া শিবিরের সব তারকারই আশা ছিল, বিধায়ক হওয়া তাঁদের আটকায় কে! কিন্তু এ কী! ভোটের রায় বেরোতে, তারকা ঘিরে সেই উন্মাদনা যে উধাও! রায় জানান দিয়েছে জনতা তাঁদের দেখতে ভিড় করলেও, চুপচাপ দিয়েছেন অন্যত্র ছাপ। 'পরোপকারী' তারকাদের সাহায্যের আর্তিকে বাংলার মানুষ উড়িয়ে দিয়েছেন তুড়ি মেরে। বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁদের মনে, তাঁরা নন মোটেই বিধায়ক। তাঁরা স্রেফ নায়ক। সুন্দরী নায়িকা। ফলে একবুক হতাশা নিয়েই ফের তাঁদের ফিরে যেতে হবে হয়তো পর্দার আশ্রয়ে। এঁদের কেউ কি হেরে গিয়ে এর পরেও তাঁদের কথামতো রোদে-জলে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন? উত্তর দেবে সময়। যদিও মানুষের সেবার কাজে দায়বদ্ধ বিজেপির পরাজিত প্রার্থী অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ জানাচ্ছেন, 'হেরে গেলেও পিছু হটার প্রশ্ন নেই। আমি এর আগেও অভিনয়-রাজনীতি দুটোই করেছি। এখনও তাই করব। মানুষ চাইলে এখনও আমাকে পাশে পাবেন।' যদিও অন্য তারকারা এর পরেও মানুষের পাশে থাকবেন কিনা, সেই ব্যাপারে মুখ খোলেননি। মুখ বুজে পরাজয় মেনে, আপাতত চুপ রয়েছেন পদ্ম শিবিরের একঝাঁক তারকা। সেই পরাজিত তারকার ভিড়ে গেরুয়া-শিবিরের একমাত্র ব্যতিক্রম অভিনেতা হিরণ চট্টপাধ্যায়। খড়্গপুর সদর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। যিনি ভোটের ঠিক আগেই তৃণমূল ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে। তাঁর 'দলবদলু' তকমা যদিও তাঁর ভোটে প্রভাব ফেলেনি। যতটা ফেলেছে অন্য বিজেপি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে। গেরুয়া শিবিরের একমাত্র তারকাপ্রার্থী হিরণ ভোটে জিতে জানান দিয়েছেন, 'দলের সামগ্রিক ফল যাই হোক আমরা যে প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে উঠে এসেছি, সেটাই আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

কিন্তু কথা হল, গেরুয়া শিবিরের একঝাঁক তারকার মাঝে একমাত্র হিরণ জয়ী কেন! বাকিদের ক্ষেত্রে তা হলে কী সমস্যা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াল? গেরুয়া শিবিরেরই এক মাঝারি মাপের নেতা জানাচ্ছেন, আসলে বিজেপি যশ-শ্রাবন্তী-পায়েল-পার্নো-তনুশ্রী-পাপিয়া-অঞ্জনা...যাঁদের গ্ল্যামারের ওপর ভরসা রেখেছিলেন, তাঁদের শেষ হিট ছবি কোথায়! তাছাড়া এঁদের রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগই বা কোথায়! মানুষ এটা একেবারেই ভালোভাবে নেননি। তাই এমন ফল। কী আর করার!'

কিন্তু ঘাস-শিবিরের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, শুধুমাত্র আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের কাছে হেরে গিয়েছেন নায়িকা সায়নী ঘোষ। কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী মুকুল রায়ের কাছে হেরেছেন নায়িকা কৌশানী মুখোপাধ্যায়। বাঁকুড়া কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছেন নায়িকা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। না হলে ব্যারাকপুরে পরিচালক রাজ চক্রবর্তী, বারাসতে অভিনেতা চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, মেদিনীপুরে অভিনেত্রী জুন মালিয়া, রাজারহাট গোপালপুরে গায়িকা অদিতি মুন্সি, উত্তরপাড়ায় অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক, সোনারপুর দক্ষিণে অভিনেত্রী লাভলি মৈত্র, চণ্ডীপুরে অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী সকলেই ভোটে জয়লাভ করেছেন। তা হলে কি তৃণমূলের এই একঝাঁক তারকা প্রার্থীর কোনও দারুণ রাজনৈতিক সংযোগ ছিল, যা এক্সফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের জয়লাভে? এমন প্রশ্নের উত্তর জানান দিয়েছেন অভিনেত্রী-পরিচালিকা অপর্ণা সেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানিয়েছেন, 'মমতাকে কুর্নিশ। উনি এমন এক সাহসী মহিলা, যিনি একাই বিজেপির মোকাবিলা করলেন।' অপর্ণার কথারই অনুরণন যেন তৃণমূল শিবিরের ছোট-বড়-মাঝারি নেতাদের মুখে। 'কোনও তারকার ক্যারিশ্মাই নয়। জানবেন, 'মমতাম্যাজিক'-ই এখনও এই রাজ্যের শেষ কথা।'

জয়ী

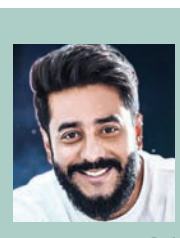

রাজ চক্রবর্তী
তৃণমূল প্রার্থী, ব্যারাকপুর

চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী
তৃণমূল প্রার্থী, বারাসত

লাভলি মৈত্র
তৃণমূল প্রার্থী, সোনারপুর দক্ষিণ

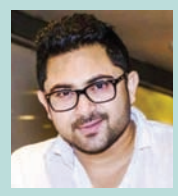

সোহম চক্রবর্তী
তৃণমূল প্রার্থী, চণ্ডীপুর

হিরণ চট্টোপাধ্যায়
বিজেপি প্রার্থী, খড়্গপুর সদর

কাঞ্চন মল্লিক
তৃণমূল প্রার্থী, উত্তরপাড়া

অদিতি মুন্সি
তৃণমূল প্রার্থী, রাজারহাট গোপালপুর

জয়ী
জুন মালিয়া
(তৃণমূল প্রার্থী, মেদিনীপুর)

পরাজিত
শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়
(বিজেপি প্রার্থী, বেহালা পশ্চিম)

পরাজিত

রুদ্রনীল ঘোষ
বিজেপি প্রার্থী, ভবানীপুর

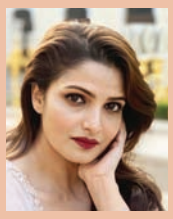

তনুশ্রী চক্রবর্তী
বিজেপি প্রার্থী, শ্যামপুর

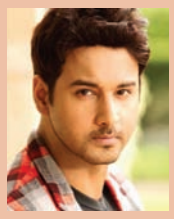

যশ দাশগুপ্ত
বিজেপি প্রার্থী, চণ্ডীতলা

পায়েল সরকার
বিজেপি প্রার্থী, বেহালা পূর্ব

পার্নো মিত্র
বিজেপি প্রার্থী, বরাহনগর

পাপিয়া অধিকারী
বিজেপি প্রার্থী, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ

অঞ্জনা বসু
বিজেপি প্রার্থী, সোনারপুর দক্ষিণ

সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল প্রার্থী, বাঁকুড়া

সায়নী ঘোষ
তৃণমূল প্রার্থী, আসানসোল দক্ষিণ

কৌশানি মুখোপাধ্যায়
তৃণমূল প্রার্থী, কৃষ্ণনগর উত্তর

সচেতন করলেন কার্তিক

প্রথম থেকেই দেশের করোনা সংক্রমণ নিয়ে নানা সচেতনতামূলক কাজ করে চলেছেন বলিউড হিরো কার্তিক আরিয়ান। নানা ভিডিও, ছবি পোস্ট করে তিনি স্বাস্থ্যবিধি পালন করার বার্তা দিয়েছেন। সেই সব ভিডিওর বার্তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হলেও তা মজার ছলে, বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে তৈরি করেছেন তিনি। হালে করোনা নিয়ে কার্তিকের এইরকমই এক পোস্ট নজর কেড়েছে নেটিজেনদের। বিনোদন পার্কে এক মুখ হাঁ-করা ডাইনোসরের পাশে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে অভিনেতাকে। কার্তিক তাঁর শরীরকে এমনভাবে কাত করে বসে রয়েছেন, যা দেখে মনে হচ্ছে যে, ওই অতিকায় প্রাণী বোধহয় একটু একটু করে গিলে খাবে তাঁকে। আর এটাই তিনি তাঁর ছবির ক্যাপশনে উল্লেখ করেছেন। কার্তিক বলেছেন, 'মাস্ক না পরলে, করোনাও এইভাবে ধীরে ধীরে আমাদের শরীরে প্রবেশ করবে। আপনাদের গ্রাস করবে। মজার ছলে দেওয়া এই জরুরি বার্তা মনে ধরেছে নেটিজেনদের। যাঁরা কার্তিককে নিয়মিত ফলো করেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, দুর্দান্ত ক্যাপশন দেওয়ায় তাঁর জুড়ি নেই।

চিনের প্রতি খড়্গহস্ত সোনু

ভারত-চিন কূটনৈতিক টানাপোড়েনে এবার জড়িয়ে পড়লেন অভিনেতা সোনু সুদ। ভারতে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর পৌঁছোতে চিনের বাধা দেওয়া নিয়ে সরাসরি টুইট করেছেন সোনু। তাঁর সেই টুইটের পালটা টুইটে উত্তর দেন ভারতে নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদূত সান ওয়েইডং। সোনুকে আশ্বস্তও করেন তিনি। ভারতে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর পাঠানোর জন্য নিজের আকাশপথ ব্যবহার করতে দিচ্ছে না চিন। এদিকে অক্সিজেনের অভাবে ভারতে প্রতি মিনিটে মারা যাচ্ছে বহু মানুষ। তাঁর টুইটে এই কথা লেখার পরই চিনা রাষ্ট্রদূত প্রত্যুত্তর দেন। তিনি লিখে জানান, চিনের আকাশপথেই অক্সিজেন সরবরাহ হচ্ছে ভারতে। কোথাও কোনও জটিলতা নেই। মসৃণভাবে কাজ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কোথাও কোনও সমস্যা দেখলে, তাঁকে জানাতেও অনুরোধ করেন ওয়েইডং। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় চিনা রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সোনু।

আর স্বজনপোষণ নয়। দলবাজি নয়। বলিউড ইন্ডাস্ট্রির উলটোপথে হাঁটতে চলেছেন কঙ্গনা রনওয়াত। তাঁর 'মনিকর্ণিকা ফিল্মস'-এর ব্যতিক্রমী পদক্ষেপে। আলোচনায় **মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়**

নতুন লড়াইয়ে কঙ্গনা

কঙ্গনা রনওয়াত। একেবারে সটান। সপাট। তাঁর 'ধক্কড়', 'তেজস', 'কুইন', 'মনিকর্ণিকা' ছবির মতোই। মনে পড়ে 'কুইন' ছবির সেই নায়িকাকে? যিনি পছন্দের বর জোটেনি বলে, নিজেই নিজের সঙ্গে চলেছেন মধুচন্দ্রিমাযাপনে! এমন চিত্রনাট্য যেন তাঁকেই মানায়। তাই তাঁর ঘোষণাও তাঁর মতোই। ব্যতিক্রমী, বিপরীতধর্মী। স্রোতের বিপরীত পথে গিয়ে, যেন বি-শা-ল এক ছক্কা।

আগেই বলেছিলেন তিনি। এবার এমন এক ঘোষণা করবেন, যা চমকে দেবে বলিউডের সকলকে। অন্তত তাঁদের, যাঁরা বলিউড বলতেই বোঝেন প্রজন্ম-পরম্পরা। 'অমুকের ছেলে, তমুকের মেয়ে'। নীল রক্তের লম্বা লাইন। কঙ্গনা সেই ধারাতেই সজোরে ধাক্কা দিলেন। ঘোষণা করলেন, তিনি তাঁর ছবিতে এমন মুখদের সুযোগ দেবেন, যাঁরা এলিট দরজায় পা রাখার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। যাঁদের ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও বাবা-কাকা নেই। 'গডফাদার' নেই। কিন্তু প্রতিভা রয়েছে। একেবারে নতুন, আনকোরা মুখ। অডিশন কিংবা আবেদনের ভিত্তিতে যে মুখগুলো পৌঁছোতে পারবে কঙ্গনার দরবারে। সেখান থেকেই তাঁদের বেছে নেওয়া হবে তাঁর ছবির কাস্টিংয়ে।

কিন্তু তাঁরা যাবেন কোথায়? কেন? কঙ্গনা রনওয়াতের প্রোডাকশন হাউজ 'মনিকর্ণিকা ফিল্মস'-এ। বলিউডে 'ঝাঁসির রানি' যেদিন তিনি ক্যামেরা সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, সেদিনই তাঁর মনে হয়েছিল এই ছবির 'বাজার' যাইহোক তিনি তাঁর নিজের এক প্রযোজনা সংস্থা খুলবেন। যার নাম রাখবেন 'মনিকর্ণিকা ফিল্মস'।

ভাবনায় প্রথম ইট পড়ার পর থেকে, কাজ শুরু হতে আর দেরি হয়নি। প্রযোজনা সংস্থার নাম ঘোষণার পর, কঙ্গনা ভেবেছিলেন শুরুটা এক তাক লাগানো ছবি দিয়ে করবেন। কিন্তু করোনার কারণে বলিউডে এখন একের পর এক ছবি বাতিল। তাই চলতি ধারা অনুযায়ী ওটিটি-ই একমাত্র ভরসা।

সেই ওটিটি কনটেন্টই তৈরি করছেন কঙ্গনা। একেবারে নতুন আঙ্গিক। নতুন গল্প নিয়ে। তবে নতুনত্ব আরও এক জায়গায়। কনটেন্ট লিখিয়ে থেকে শুরু করে পরিচালক-অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেই হবেন নতুন মুখ। স্থির সিদ্ধান্ত কঙ্গনার।

শুধু এই প্রোডাকশনের ক্ষেত্রেই নয়। 'মনিকর্ণিকা ফিল্মস'-এর আগামী অন্যান্য নির্মাণেও ঠিক এই ধারাই বজায় রাখবেন বলে আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কঙ্গনা। বলিউড যে নতুনদের দিকে সেভাবে ফিরে তাকায় না, তাদের মাথায় ছাতা হিসেবেই দেখা দেবে তাঁর এই প্রোডাকশন হাউস।

আসলে 'ধোনি' সুশান্ত সিং রাজপুতের লড়াইকে বরাবর মন থেকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কঙ্গনা। বলেছেন, সুশান্তের এই লড়াই হিমাচলের এক নতুন, একাকী মেয়ের দাঁতে-দাঁত চাপা যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেয় তাঁকে। যার কোনও 'গডফাদার' তো দূরের কথা, পরিচিত একজন প্রযোজক অবধি ছিল না ইন্দাস্ট্রিতে। নিছক হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে পড়া এক মেয়ের সেই অবস্থা থেকে আজকের কঙ্গনা হয়ে ওঠার সফর তিনি প্রতি মুহূর্তে ছবির মতো দেখতে পান। যা তাঁকে জাগিয়ে রাখে। তাই যাতে আর কোনও প্রতিভাকে এমনভাবে হারিয়ে যেতে না হয়। যাতে কোনও নতুন মুখ করণ জোহরের 'ধর্ম' প্রোডাকশনের দরজাকেই, তাঁদের জীবনের শেষ দরজা না মনে করেন, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর এই ভাবনা।

বলিউডকে বংশ পরম্পরায় বেঁধে ফেলা প্রযোজক-পরিচালক করণ জোহরদের মতো বেশ কিছু প্রথম সারির প্রযোজকদের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই কঙ্গনার জেহাদ। শাহরুখ খানের ছেলে-মেয়ে, শ্রীদেবীর মেয়ে, শাহিদ কাপুরের ভাইদের মতো তারকা সন্তানদের জন্যই শুধুমাত্র দরজা খুলে রাখা দস্তুর যে সংস্থার, তার কাছে বলিউড কখনওই কোনও 'প্রতিভা'র আশা করতে পারে না। এই কঙ্গনার বরাবরের গর্জন। সুশান্ত সিং রাজপুতের মতো অকালে চলে যাওয়া জীবনগুলোর পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন সবসময়। শুধু কথায় নয়। তাই ঠিক করেছেন কাজেও কিছু করতে হবে। কে কখন করবেন, সেই আশায় না থেকে নেমে পড়লেন নিজেই।

নেমে হয়তো আগেই পড়তেন। কিন্তু সময় নিচ্ছিলেন। বলিউড এখনও তাঁকে উপড়ে ফেলে দিতে চায় বলে তাঁর অভিযোগ। তাই নিজের শিকড় আর একটু মজবুত না হলে, ডালপালায় নতুনের ভার বইবার জন্য তৈরি হতে পারছিলেন না কঙ্গনা। কিন্তু সুশান্ত সিং রাজপুত নামটাই যেন ঘুরেফিরে আসে তাঁর স্বপ্নে। তাই শেষমেশ সিদ্ধান্তটা নিয়েই নিলেন। নতুন হাউজ। নতুন কাজ। নতুন মুখ। এতদিন মুখেই যুদ্ধ ছিল। এবার কাজে। তারকা বনাম প্রতিভার লড়াই নিয়ে করণ জোহরের 'ধর্মা' প্রোডাকশনের সম্মুখে দাঁড়াতে এখন কোমর বাঁধছেন কঙ্গনা রনওয়াত।

টিম তারাদের কথা **সুমিত দে, মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, অংশুমান চক্রবর্তী, রমাপদ পাহাড়ী** ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha